বখতিয়ারের ঘোড়া

আল মাহমুদ

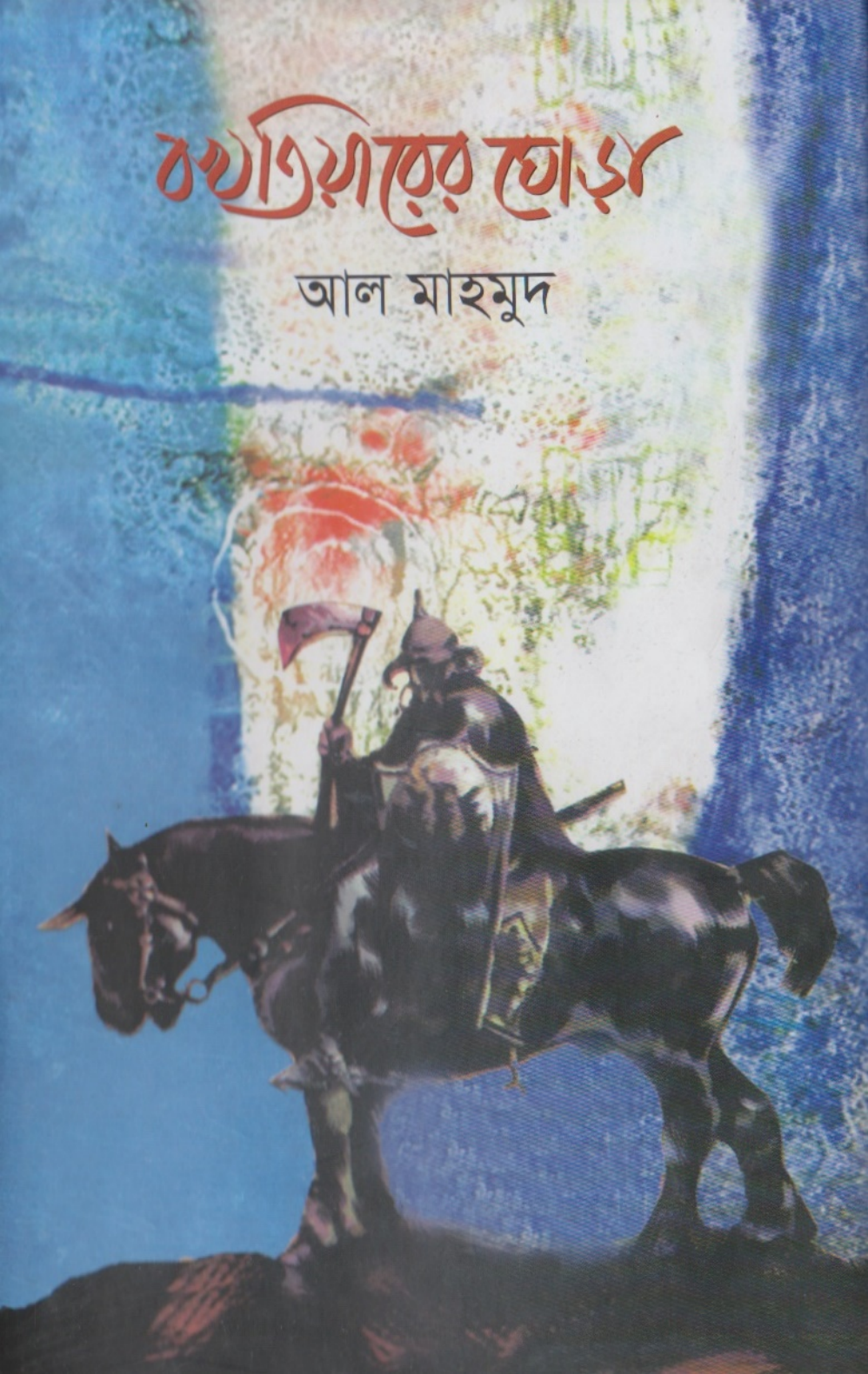

আল মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের একটি ব্যবসায়ী পরিবারে ১১ জুলাই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। একুশ বছর বয়স পর্যন্ত এ শহরে এবং কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত জগৎপুর গ্রামের সাধনা হাই ইস্কুলে পড়াশোনা করেন। এ সময়েই লেখালেখি শুরু। ঢাকা ও কোলকাতার সাহিত্য-সাময়িকীগুলোতে ১৯৫৪ সাল থেকে তাঁর কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। কোলকাতার *নতুন সাহিত্য*, *চতুষ্কোণ*, *চতুরঙ্গ*, *ময়ূখ* ও *কৃত্তিবাস*-এ লেখালেখির সুবাদে ঢাকা ও কোলকাতার পাঠকদের কাছে তাঁর নাম সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ '*লোক লোকান্তর*', '*সোনালী কাবিন*', '*কালের কলস*' প্রকাশিত হয়। তিনি কাব্যের জন্য ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমির পদকে ভূষিত হন।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশে ফিরে এসে '*গণকণ্ঠ*' নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এবং সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন দানের অপরাধে কারাবন্দী হন। তাঁর বন্দীকালীন সময় সরকার '*গণকণ্ঠ*' পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯৭৫-এ আল মাহমুদ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। পরে ওই বিভাগের পরিচালকরূপে ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে তিনি অবসর নেন। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সব বিষয়েই তিনি লিখে চলেছেন। তিনি বহু পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন।

www.pathagar.com

আল মাহমুদের শখ ভ্রমণ ও বইপড়া। তাঁর দেখা দেশগুলোর মধ্যে ভারত, সৌদি আরব, আরব আমিরাত ইরান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স অন্যতম।

আল মাহমুদ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদকসহ বেশ কিছু সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক, লেখিকা সংঘ পুরস্কার, ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার, হরফ সাহিত্য পুরস্কার ও জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার অন্যতম।

আধুনিক বাংলা কবিতার তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে *'সোনালী কাবিন'*, *'কালের কলস'*, *'লোক লোকান্তর'*, *'অদৃষ্টবাদীদের রান্না বান্না'*, *'রায়হানের রাজহাঁস'* ও *'বখতিয়ারের ঘোড়া'* অন্যতম।

কবি আল মাহমুদ বলেন–

কোথায় কী লিখেছি তা তো এখন মনে নেই; নব্বইয়ের দশকের কবিতার মধ্যে হয়তো আলাদা কোনো কাব্যবোধ ছিল– সেই জন্যই বলেছি।

তরুণরা যখন কবিতা লেখে, তখন সবাই নতুন কিছু একটা আশা করে। আমিও করি।

ISBN 978-984-702-115-7

a nasas dhaka publication

www.pathagar.com

বখতিয়ায়ের ঘোড়া

আল মাহমুদ

It's a Personal Collection of
Sazaul Morshed Sazib
NSTU, Pharmacy (5th Batch)
Cell: 01918165031
Book No:
Date :
mail : sazibpharmacy.nstu@gmail.com

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

www.pathagar.com

'Baktiarer Ghora' a collection of poems by Al Mohammud. Published by Eftakher Rasul George on be-half of Nawroze Sahitya Samvar/Nasas Dhaka 46 P. K. Ray Road/Banglabazar, Dhaka 1100. Nasas first Edition : July 2003. 2nd Print : Fed 2017
Price Tk: One Hundred only.

ISBN : 978-984-702-115-7

অনলাইনে আমাদের বইয়ের জন্য যোগাযোগ করুন :
www.rokomari.com অথবা কল করুন এই নাম্বারে : ১৬২৯৭ বা ০১৫১৯-৫২১৯৭১-৫

একমাত্র পরিবেশক	: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
গ্রন্থপল্লী পরিবেশক	: উত্তরণ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
কলকাতা পরিবেশক	: রিতা ইন্টারন্যাশনাল, কলকাতা-৭০০০৪৯
কানাডা পরিবেশক	: অন্যমেলা, ৩০০ ড্যানফোর্ট এভিনিউ, ফার্স্ট ফ্লোর সুইট # ২০২, টরেন্টো, কানাডা।
	: এটিএন মেগা স্টোর, ২৯৭০ ড্যানফোর্ট এভিনিউ, টরেন্টো, কানাডা।
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	: সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

প্রকাশনায়	নসাস নওরোজ সাহিত্য সম্ভার'-র পক্ষে ইফতেখার রসুল জর্জ ৪৬ পি. কে. রায় রোড/বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০০৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ	ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রচ্ছদ	জর্জ হায়দার
কম্পোজ	ক্রেস মিডিয়া'-র পক্ষে নসাস ঢাকা'-র কম্পিউটার বিভাগ ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণে	প্রান্তিকা মুদ্রণী ৪৩ ডি. এন. এস. রোড, ঢাকা
মূল্য	একশত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

কাব্যসূচীঃ

কালো চোখের কাসিদা/৭
বখতিয়ারের ঘোড়া/৯
নীল মসজিদের ইমান/১১
অতিরিক্ত চোখ দু'টি/১২
নারী/১৩
লেখার সময়/১৪
তোমার আগুন/১৫
চেতনাবিন্দু//১৬
অন্ত্রবতী প্রেমিকার গান/১৭
সনেট : ১/১৮
সনেট : ২/১৮
সনেট : ৩/১৯
সনেট : ৪/১৯
গিফারীর শেষ দিন/২০
রাত্রির গান/২২
ঝড় শেষে/২৩
তোমার মাস্তুলে/২৪
তারার রাত/২৫
ঘটনা/২৬
ভারতবর্ষ/২৮
ডানাঅলা মানুষ/৩০
তোমার শপথে/৩২
বাতাসের ঋতু/৩৩
মৃগয়া/৩৪
নাত/৩৫
যে ভালোবাসে না গান/৩৬
মওলানা ভাসানীর স্মৃতি/৩৮
ফেরার গাড়ি/৩৯
সুন্দরের নখ/৪০
খোলস ছাড়ার আগে/৪১
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য স্মরণে/৪৩
হত্যাকারীদের মানচিত্র/৪৪
আবার/৪৫

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- কাবিলের বোন/উপন্যাস
- যমুনাবতী০ দিনযাপন/উপন্যাস
- যুগলবন্দী/উপন্যাস
- জলবেশ্যা/ছোটগল্প
- বখতিয়ারের ঘোড়া/কবিতা
- সোনালী কাবিন/কবিতা
- লোক লোকান্তর/কবিতা
- অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না/কবিতা

www.pathagar.com

কালো চোখের কাসিদা

ভোরের নদীর মতো মনে হয় তোমাকে কখনো,
কখনো বা সন্ধ্যার নদী, আবছা ছায়ার নিচে
দূর গ্রামে সূর্য ডুবে যায়
পড়ন্ত আলোর মধ্যে প্রকৃতির রহস্যে জড়ানো
আমি দেখি সেই মুখ নত আরও-নত প্রার্থনায়।

ঠাণ্ডা জায়নামাজের বুটিতোলা পবিত্র নকশায়
একটি আরশোলা হাঁটে। এ কার আত্মা, কার প্রাণ ?
নাকি কোনো মুরতাদ জিন লাঞ্ছনার খাদ্য খুঁটে খায়
আর শুকনো কাপড়ে দেখে অগ্নিশিখা, নিজেরই সমান।

তোমার সিজদা দেখে এ ঘরের পায়রা ডেকে ওঠে
গম্বুজের ভিতরে যেন দম পায় সুপ্ত এক দরবেশের ছাতি,
কি শীতল শ্বাস পড়ে। শান্ত শামাদানের সম্পুটে
বাতাসের ফুঁয়ে যেন নিভে গেল ফজরের মগ্ন মোমবাতি।

তুমি কি শুনতে পাও অন্য এক মিনারে আজানা ?
কলবের ভিতর থেকে ডাক দেয়, নিদ্রা নয়, নিদ্রা নয়, প্রেম
সমুদ্রে খলিয়ে অজু বসে থাকে কবি এক বিষণ্ন, নাদান।
সবারই আরজি শেষ। বাকি এই বঞ্চিত আলেম।

আমার তস্‌বী শুনে হয়তো বা দ্রব হন তিনি
যার হাতে অদৃষ্টের অনিবার্য অদৃশ্য কলম,
কবিরও ভাগ্যের লিপি স্মিতহাস্যে লিখে যান যিনি
অদেখা ক্ষতের দাহে মেখে দেন আশার মলম।

তোমার সালাত শেষে যে দিকেই ফেরাও সালাম
বামে বা দক্ষিণে, আমি ও-মুখেরই হাসির পিয়াসী;
এখনও তোমার ওষ্ঠে লেগে আছে আল্লার কালাম
খোদার দোহাই বলো ও ঠোঁটেই, 'আমি ভালোবাসি।'

প্রভুর বিতান থেকে প্রেম আসে আদমের আত্মা হয়ে, নারী
পেরিয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ, আণবিক মেঘের কুণ্ডল,

www.pathagar.com

চুইয়ে প্রাণের রস গ্রহে গ্রহে কুয়াশা সঞ্চারি
কবির চোখের মধ্যে হয়ে যায় একবিন্দু জল।

আমার রোদনে জেনো জন্ম নেয় সর্বলোক ক্ষমা
আরশে ছড়িয়ে পড়ে আলো হয়ে আল্লার রহম.
পৃথিবীতে বৃষ্টি নামে, শষ্পে ফুল; জানো কি পরমা
আমার কবিতা শুধু অই দুটি চোখের কসম।

www.pathagar.com

বখতিয়ারের ঘোড়া

মাঝে মাঝে হৃদয় যুদ্ধের জন্য হাহাকার করে ওঠে
মনে হয় রক্তই সমাধান, বারুদই অন্তিম তৃপ্তি;
আমি তখন স্বপ্নের ভেতর জেহাদ, জেহাদ বলে জেগে উঠি।
জেগেই দেখি কৈশোর আমাকে ঘিরে ধরেছে।
যেন বালিশে মাথা রাখতে চায় না এ বালক,
যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে মশারি,
মাতৃস্তনের পাশে দু'চোখ কচলে উঠে দাঁড়াবে এখুনি;
বাইরে তার ঘোড়া অস্থির, বাতাসে কেশর কাঁপছে।
আর সময়ের গতির ওপর লাফিয়ে উঠেছে সে।

না, এখনও সে শিশু। মা তাকে ছেলে-ভোলানো ছড়া শোনায়।
বলে, বালিশে মাথা রাখো তো বেটা। শোনো
বখতিয়ারের ঘোড়া আসছে।
আসছে আমাদের সতেরো সোয়ারি।
হাতে নাঙ্গা তলোয়ার।

মায়ের ছড়াগানে কৌতূহলী কানপাতে বালিশে
নিজের দিলের শব্দ বালিশের সিনার ভিতর।
সে ভাবে সে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়দৌড়। বলে, কে মা বখতিয়ার ?
আমি বখতিয়ারের ঘোড়া দেখবো।

মা পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে হাসেন,
আল্লার সেপাই তিনি দুঃখীদের রাজা।
যেখানে আজান দিতে ভয় পান মোমেনেরা,
আর মানুষ করে মানুষের পূজা,
সেখানেই আসেন তিনি। খিলজীদের শাদা ঘোড়ার সোয়ারি।

দ্যাখো দ্যাখো জালিম পালায় খিড়কি দিয়ে
দ্যাখো, দ্যাখো।
মায়ের কেচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক
তুলোর ভেতর অশ্বখুরের শব্দে স্বপ্ন তার
নিশেন ওড়ায়।

www.pathagar.com

কোথায় সে বালক ?

আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা
মনে হয় রক্তেই ফয়সালা।
বারুদই বিচারক। আর
স্বপ্নের ভেতর জেহাদ জেহাদ বলে জেগে ওঠা।

www.pathagar.com

নীল মসজিদের ইমান

আজ হৃদয় অকস্মাৎ প্রার্থনায় সুস্থির হাতের মতো
উঁচু হয়ে উঠেছে।
এসো বসে পড়ি হাঁটু মুড়ে। আজ রাতে পৃথিবী
নুয়ে পড়েছে নিজের মেরুতে কাত হয়ে। ঝড়ো বাতাসের
ঝাপটা থেকে তোমার উড়ন্ত চুলের গোছাকে
ফিরিয়ে আনো মুঠোর মধ্যে। বেণীতে বাঁধো
অবাধ্য অলকদাম।
কেন জিনেরা তোমার কেশ নিয়ে খেলা করবে ?
আজ সমুদ্রের দিকে তাকাও। দ্যাখো জোয়ারে ফুলে উঠেছে
দরিয়া। চাঁদের গুঁড়িয়ে যাওয়া প্রতিবিম্বকে নিয়ে
টাকার মতো। লোফালুফি করছে উন্মত্ত তরঙ্গের মাতাল হাত।
তোমার আব্রু ঠিক করে নাও। এইতো ছতর ঢাকার সময়।
কোথায় হারিয়ে এসেছো তোমার বুকের
সেফটিপিন ?
আজ ইবলিসকে তোমার ইজ্জত শুঁকতে দিও না।
পর্বতের দোহাই মেয়ে। কসম ঐ চিম্বুক পাহাড়ের।
দ্যাখো কি বিনীত এই ঋজুতে। যেনো
শৃঙ্গগুলো এখনই সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। কিম্বা
ছড়িয়ে যাবে ঊরুর মতো। আমার আলিঙ্গনে
যেমন তুমি কপাটের মতো খুলে দাও।
শয়তানের ফুৎকারে উন্মুক্ত না হোক তোমার দরোজা
তোমার খিল।

ঢাকা তোমার মুখ। কারণ
মগরের নকীবেরা এখন দাজ্জালের আগমনশিঙায়
ফুঁক দিচ্ছে।
ঢাকো তোমার বুক। কারণ
সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ে আমরা
হকের তালিকায় লিপিবদ্ধ।
চলো অপেক্ষা করি সেই ইমামের
যিনি নীল মসজিদের মিনার থেকে নেমে আসবেন
মেশ্‌কের সুরভি ছড়িয়ে পড়বে
পৃথিবীর দুঃসহ বস্তিতে।

www.pathagar.com

অতিরিক্ত চোখ দু'টি

হে ক্ষীণাঙ্গী অধ্যাপিকা, কাল জীর্ণ চিঠির ভিতরে
অকস্মাৎ পেয়ে গেছি তোমার লুকানো চোখ দু'টি
শুকানো ফুলের সাথে পড়েছিলো, বেশ বড়োসড়ো
কাজলের কালিটানা চেনাজানা দারুণ সজল।
হাতে ছুঁয়ে দেখলাম, বাষ্পে ভিজে গিয়েছে আঙুল।

এ ঘরেও চোখ আছে। কি বিপদ অতিরিক্ত আরও দু'টি নিয়ে
এখন কোথায় রাখি ? হা হা করে উঠেছে সংসার—
বালিশে রেখো না কিন্তু সাবধান, বিছানা ভিজাবে;
পারো যদি ফেলে দাও, কে আর তাকিয়ে আছে বলো ?

বড়ো বেশি কাঁদো বলে এ বাড়িতে রাখাও মুস্কিল।

আহা যদি বলে দিতে চোখজোড়া পাঠিয়ে এখানে
যেখানে রয়েছো আজ সেখানে কি হাল্‌কা বোধ হয় ?

www.pathagar.com

নারী

এ কোন্ সাহসে নারী
যাতনার এই সংসার দাও পাড়ি ?
আকাশ ঝরায় বিজুলির রেখা
বাতাসে তুহিন নামে
তুমি স্থির, তুমি উদ্যত থাকো বামে
আল্লার তরবারি।

www.pathagar.com

লেখার সময়

অকস্মাৎ কেঁপে উঠি, অকস্মাৎ মনে হয়
বাতি নেই। শহরের সব পথ নিভে গেছে
বন্দরের সমস্ত বিজুলি
মুহ্যমান।
দিশাহীন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জাহাজ
না পেয়ে জেটির দেখা মধ্য সমুদ্রে ফেলে স্থিতির নোঙর।

আস্তে আস্তে ডুবে যাই।
জল ঢোকে দুর্বার গতিতে
শরীরে নুনের গন্ধ টের পাই।
শাদা এক পূর্ণ পৃষ্ঠা নিয়ে খেলা করে
পোষা আর পরিতৃপ্ত দুইটি হাঙর
আমি আর আমার চেতনা।

তারপর
শাদা সে কাগজটিকে ভাগ করে খেয়ে ফেলে তারা।
মাছের নিঃশ্বাস আর বুদবুদের ভেতর তখন
ডালপালা মেলে দেয়
আমার শরীর।

www.pathagar.com

তোমার আগুন

তোমার দাহ নিয়েছিলাম
তোমার থেকে নিয়ে,
নিজেরই ঘর জ্বালিয়ে দিলাম
কূলে আগুন দিয়ে।

সবাই হাসে মীর বাড়িতে
মেজো মীরের নাতি,
কে জানে কার কুদরতিতে
বাতাসে দেয় বাতি।

হায়রে দ্যাখো, কেউ জানে না
ভালোবাসার ভুলে
ঐ বাড়ির ঐ মধ্য ভিটেয়
আতশীফুল দোলে।

ঘর পোড়ালাম দোর পোড়ালাম
কূলে দিলাম কালি,
কত ইতর লোক হেসেছে
বাজিয়ে হাততালি।

কোন্ নগরে ঘর বেঁধেছো
কোন্ সায়রের পারে ?
তোমার আগুন বইতে নারি
শরীরে, সংসারে ॥

www.pathagar.com

চেতনাবিন্দু

ফিরতে হবে জানি আমি।
কিন্তু কবে, সে ফেরার দিনক্ষণ কবে
জানতে বড়ো সাধ জাগে
তখন কি যাকে বলে মেধা তার কিছু অংশ থাকবে শরীরে
ডাকবে কি নাম ধরে কেউ ? বলবে কি
আমাদের মামুদটা দ্যাখো
কি দারুণ ভাগ্যবান
তেল ফুরাবার আগে গিয়েছে ফুরিয়ে।

দেবো কি উড়াল গাঢ় অন্ধকারে ক্ষীণ এক অনুভূতি আমি ?
'আমি' এই শব্দ শুধু। আমি
এক খাঁচাহীন দেহের কাঠামো থেকে দূরে
একটি চেতনাবিন্দু ঈথারের ভিতরে ঈথারে।

কে তুমি কাঁদছো প্রিয়তমা ? তুমি কি আমার
বিচ্ছেদে ফাটালে চোখ ?
নাকি কালো পার্থিব কামনা
লুটায় এ পৃথিবীর ঘরের চৌকাঠে। লুটায় আয়ুর সূতো
কড়ে আঙুলের কাছে বাঁধা আছে বলে।
আছে ক্ষিধা
আছে এখনও নুনের গন্ধ
এখনও মাছের গন্ধ, আর
হালাল মাংসের মাঝে তৃপ্তির গন্ধ আছে তার।

যেন আমি প্রজ্ঞানের জাল ছিঁড়ে পার হয়ে আয়ুর বেদনা
হয়ে যাই নিঃশ্বাসের শেষ হওয়া
যে বায়ু ফেরে না নাকে আর কোনো মামুদের হৃৎপিণ্ড দোলাতে।

www.pathagar.com

অস্ত্রবতী প্রেমিকার গান

সিদোনের পথে ফুটেছে রক্তজবা
কমলার বন হলুদ হলো কি পেকে ?
বলেছিলে তুমি আসবে আঁধার হলে
থামলে দারুণ বারুদের গর্জন;
কামানের কালো ধোঁয়ার আড়াল দিয়ে
কথা ছিলো ঠিক লাফিয়ে পড়বে বুকে
যে বুকে সদাই ধরা থাকে রাইফেল
অস্ত্রের দাগ চুমোয় ভরিয়ে দিতে।

শিবিরে আমার পনিরের টিন খালি
মধুর বোতল উড়ে গেছে গুলি লেগে
আছে পানি আর আছে কিছু কিসমিস
তাই দেবো, যদি ফিরে সে বীরের বেশে,
বিজয়ী যদি সে ফিরে আসে এই বুকে
কাফেলার লাল প্রথম উটের মতো
গলায় বাজছে বিজয়ীর দুন্দুভি
আমি হবো তার তৃষ্ণার উপশম।

মুখ তার আল-আক্সার গম্বুজ,
যেন সিরিয়ার উদ্যান বুকখানি,
শিটিম কাঠের দণ্ডের মতো বাহু
উরুযুগ, বুঝি ঘুমিয়েছে বৈরুত।
অক্ষত যদি ফিরে সে আমার কাছে
সিজদায় আমি কাটাবো আধেক রাত
ওগো মরণের মালিক রহম করো,
বাকি আঁধিরাত পোহাবো সোহাগ করে।

www.pathagar.com

সনেট : ১

হাতির পালের মতো মেঘের গম্বুজ নিয়ে কাঁধে
নগ্ন হয়ে নেমে আসে আষাঢ়স্য প্রথম দিবস
বাংলার আকাশ জুড়ে মেঘ আর রোদের বিবাদে
বাতাসও বুঝতে নারে, এ কামিনী কবে কার বশ;
যা ছিলো সজীব দৃঢ় এমনকি কেয়ার কাঁটাও
বর্ষণের ব্যাভিচারে দিগ্বিজয়ী জলের মর্দনে
সেখানে ফোটায় ফুল আর বলে, খোলস ফাটাও
কিম্বা যদি দ্যাখো মুখ, দ্যাখো চেয়ে জলের দর্পণে।
তুমিই দাঁড়িয়ে আছো, আর সবি নত ও নরম
বৃষ্টির বিধানে সিক্ত এমনকি তোমারও কামিজ
প্রকৃতি গুছিয়ে দেয় সবুজের সহজ শরম
আমার আধারে কাঁপে একবিন্দু জীবনের বীজ
দক্ষিণে দরিয়া সাক্ষী আর উচ্চে সাক্ষী হিমালয়
তোমার উচিত শুধু খুলে দেয়া, আর কিছু নয়।

সনেট : ২

কার অপেক্ষায় যেন মধ্যরাতে খুলে দিলে খিল
কেউ না, বাতাস খেলে ভরাবর্ষা ঋতুর অভয়
যতদূর বোঝা যায় শূন্যতায় নিদ্রিত নিখিল
তোমার কর্তব্য শুধু খুলে দেয়া, আর কিছু নয়।
ঝরে বৃষ্টি অবিরাম গুঁড়ি গুঁড়ি সলজ্জ মাটিতে
মাথা তুলে তারা, যারা নির্বাচিত, আসন্ন, প্রথম
সংগুপ্ত ফলের মধ্যে কিম্বা কোনো বিষণ্ন আঁটিতে
যে ছিলো বাতাসহীন আজ তারি অঙ্কুরোদ্গম।
আমরা কি বীজ তবে ? নাকি কারো খোলস, চাদর
কিম্বা দেহে আবর্তিত একবিন্দু বেগবান বারি ?
এখন বৃষ্টির শব্দে জল করে জলকে আদর
রাজি কি নারাজ তুমি নিমিত্তের ভাগী হই তারই।
ঋতুরও অসাধ্য যা সেই রন্ধ্রে জানাই প্রণয়
তোমার কর্তব্য শুধু খুলে দেয়া, আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

সনেট : ৩

দীর্ঘদিন ধরে রেখে যে সত্য বলিনি কোনোদিন
আজ বড়ো সাধ জাগে বলি তারে, বলি, ওগো ধনি
যে কথা পাঁজর ভাঙে ছিঁড়ে ফেলে স্নায়ুর বাঁধুনি,
সে ভোরেই ন্যুজ আমি, হে বঞ্চিতা তুমিই স্বাধীন।
তোমাকে ঠকাতে গিয়ে নিজেকে করেছি ঘরছাড়া
কত উপত্যকা ঘুরে পার হয়ে কত মরুদ্যান
কত যে তরঙ্গে ভেসে শুনে কত বেদনীর গান
আজ মানি, প্রাণ চায়, ভিক্ষা দাও তোমার পাহারা।
তুমি তো ঘুমাও নারী নিরাশার নিঃস্বপ্ন বালিশে
যখন আমার চোখ সপ্তর্ষির মতন সজাগ
পূর্ণিমার চাঁদে দেখি এ হাতের চাবুকের দাগ,
ভ্রমরের গুঞ্জনে রাতজাগা পাখিদের শিসে
যখন গোলাপ ফাটে, ফেঁপে ওঠে ফুলের পরাগ
দণ্ডিত পোহাই রাত ঝিঁঝিদের অসহ্য নালিশে।

সনেট : ৪

সময়ের শেওলায় ঢেকে গেছে আমার ললাট
তবু কিছু চিহ্ন পাবে যে প্রতীকে আজও চেনা যায়
এই সে পাষাণ যার ভেঙে যাওয়া মুখের রেখায়
এখনও গোপন আছে এক মহাকাব্যের মলাট।
আছে সে নিমক সূক্ষ্ম যা একদা তোমার অধর
গভীর আবেগে মেখে দিয়েছিলো আমার অধরে,
যে নুন ব্যাকুলভাবে মিশে আছে বাসনার স্তরে
এখন সেখানে শুধু লবণাক্ত দুইটি অক্ষর।—
'প্রেম' এই বাক্যটিতে দ্যাখো কত ব্রহ্মাস্ত্রের ক্ষত
অনাদরে খসে যাওয়া তবু শোনো কেমন সরব,
পাথরে জাগিয়ে তোলে পরাজিত কবিদের স্তব
যে কম্পনে মনে হবে পৃথিবীর সমস্ত আহত
পাখিদের কলগানে অকস্মাৎ জেগেছে উৎসব,
আমাদেরও ভবিতব্য মৃত সব কোকিলেরই মতো।

www.pathagar.com

গিফারীর শেষ দিন

...বেচারী একাকী চলে, একাকী মারা যাবে,
আবার একাই উত্থিত হবে।

—আল হাদিস

—এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে, হে আবু জর, রবজার নির্জন প্রান্তরে তুমি কি তোমার যাত্রার দিন বেছে নিলে প্রিয়তম ? আরার ফুলের পাপড়ি থেকে উড়ে গেছে নীল মাছির ঝাঁক। হাজীদের কাতর কলরব ধুলো উড়িয়ে দিগন্তে গেছে মিলিয়ে। আমিরুল মোমেনিনের কাফেলা নিশ্চয়ই এখন পবিত্র নগরীর দ্বার প্রান্তে। দামেশকের আমিরেরা এখন মক্কার ধনীদের সাথে কোলাকুলি করছে। আর তুমি, হে গিফারীদের পুত্র, রওনা হয়েছো তোমার সেই ধ্রুব নৈশব্দের দেশে। আমি অবলা নারী, এক বিশাল পুরুষের কবর কীভাবে খুঁড়বো এই পাথুরে মাটিতে প্রিয়তম ? রসুলের সাথে হে আবু জর, তুমি কি একখণ্ড কাফন সঞ্চয়েরও বিরোধী ছিলে ? বাহার ফুলের কেশর ছেড়ে নজদের লোভী মৌমাছিরাও যখন বেদুইনের মতো পালিয়েছে, তখন কে আমাকে দেবে মৃত মোমিনের জন্যে সেলাইবিহীন শাদা চাদর ?

–কে তোমাকে কাঁদিয়েছে কালো মেয়ে ? মৃত্যু ? পাগল, প্রাণধারণের পরিসীমা সম্বন্ধে তুমি কি শোনোনি মোহাম্মদের, যাঁর ওপর আল্লাহর অব্যাহত করুণা—সেই পয়গম্বরের বাণী ? মৃত্যুর যাতনা দুঃসহ বটে, নারী। তবু শোনো আমার অমোঘ নিয়তি, প্রেয়সী। একদল বন্ধু আমরা. নবীকে ঘিরে বসেছিলাম একবার এক উপত্যকায়। অকস্মাৎ তাঁর পবিত্র ঠোঁট নড়ে উঠলো। তিনি উচ্চারণ করলেন ভবিষ্যৎ। বললেন, "তোমাদের একজন কেউ জনহীন প্রান্তরে প্রাণ দেবে।"

আমি সেই পবিত্র উচ্চারণ আবার শুনতে পাচ্ছি, প্রিয়তমা।—"আর মুসলমানদের একটি দল হাজির হবে তাঁর জানাজায়।"

হে শ্যামাঙ্গী সঙ্গিনী আমার, একদা সেই পুণ্যস্থানে যারা ছিলো আমার সাথী, দেখো তাদের সকলেরই মৃত্যু এসেছিলো নগরসমূহে, জনবেষ্টিত উপত্যকায়, জেহাদে। শুধু আমি। শুধু আমিই সেই অমোঘ বাণীর সর্বশেষ বর্ষণস্থল। আর কেউ নেই। কেন কাঁদবে তবে এই নির্জন কান্তারে। এখন কাতায়াশরফের যাযাবর ঘুঘুরা উড়ে যাচ্ছে মদিনার মেঘের ছায়ায় পবিত্র কাবার আকাশে চক্কর দিতে। রবজার কোনো বৃক্ষ ছায়ায়, উট বা ছাগলের পিঠে এখন বসার সময় নেই তাদের। আমার সময় স্থিরীকৃত, প্রিয়তমা। জাতে এরেকের

www.pathagar.com

উল্টো দিকে মক্কার পথের ওপর নিশ্চয়ই এখন ধূলোর মেঘ। আমার জানাজার সাথীরা আসছে। যাও, ডেকে নিয়ে এসো তাদের প্রিয়তমা।

—আমি কৃষ্ণা ছায়াসাঙ্গিনী তোমার, হে গিফারী। সেই কালো খাপ, যাতে প্রবিষ্ট ছিলে ঈমানের তীক্ষ্ণ তরবারি তুমি। সোনা ও চাঁদির পাহাড় নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে তুমি ছিলে পবিত্র কোরানের তুফান। আমি বাতাসের বেগ নিয়ে তোমার ঝড়কে চুম্বন করি প্রিয়তম। আমি তোমার জানাজার পবিত্র সাথীদের ডেকে আনবো।
—উমাইয়া রাজারা আমাকে মৃত্যুর ভয়ে টলাতে চাইতো। হে আমার কালো ছায়া, সবুজ সুর্মাদানী, পৃথিবীর পিঠের চেয়ে এর উদর আমার চিরকাল কাম্য ছিলো, তোমার কসম।

www.pathagar.com

রাত্রির গান

রাত্রির গান গেয়েছিলো এক নারী
আমার সাথেও ছিলো কিছু পরিচয়,
এক হাতে রেখে আগুনের মতো শাড়ি
বলেছিলো, ভীতু তোমারও কি আছে ভয় ?
কাজলের ঘরে ঢুকেছিলে তুমি বোকা,
কালির চিহ্ন ললাটে ধরেছো স্থায়ী,
কলঙ্কী চাঁদ শুনেছিলো সেই টোকা
তুমি ফিরে গেছো বাতাসকে করে দায়ী।

সেই নিশিথেরই নদী এক খাপ খোলা
ঢেউ তুলে তার বিবেকের ঘোলা জলে,
প্রমাণ রেখেছে তরঙ্গে ফুল তোলা
যেন ব্যাভিচার বাতাসে না যায় গলে;
কবির পোশাকে ঢাকবে কি অপরাধ ?
ঢাকবে কি প্রেম, ঢাকবে কি পরাজয় ?
সেই কালোজল-তটিনীর প্রতিবাদ—
বলো, 'ভালোবাসি'—তোমার কিসের ভয় ?

ওগো নদী শোনো, ওগো খণ্ডিতা স্মৃতি,
তুলো না অতীত, এনোনা জলের পীড়া
একটি কবিতা শিরোনামে, বিস্মৃতি—
লিখেছি বলেই বিমুখ কি সাক্ষীরা ?
ভালোবাসা বলো কি চাও প্রেমের দাম ?
রতিতে মেটেনি ? রক্তে মেটাও সাধ,
প্রথম পাতায় যেখানে তোমার নাম
কেটে সেখানেই লিখে দাও প্রতিবাদ।

www.pathagar.com

ঝড় শেষে

ঝড় শেষ। দক্ষিণের দয়ালু বাতাস ফের হায়
বলে তবে ফুলে ওঠো, হে গোটানো পালের মালিক
খুলে দাও দড়িদড়া, উড়ে যাক সমুদ্র শালিক,
একটি গাঙ চিল দেখো কম্পাসের কাঁটা হয়ে যায়।

মাস্তুলে নুনের দাগ মুছে ফেলে দাঁড়াও আবার
তোমার চলার দিক নির্ণীত হয়েছে বহু আগে,
যদ্দুর বাণিজ্য স্রোত যেতে হবে তারো পুরোভাগে
মৌসুমী বাতাসে আজ কে ফোঁপায়, এ রোদন কার ?

তোমার সওদা হবে মানুষের কান্না খুঁজে ফেরা,
প্রতিটি বন্দর থেকে কিনে নিতে হবে অশ্রুজল
এর বিনিময়ে দাও একছিনা আশার কোহল

যেন স্বপ্নে ডুবে গিয়ে ভাবে এরা, দুনিয়ার ডেরা
এ শীতে কোথায় পেলো অলৌকিক মাঝির কম্বল
বন্দরে ফিরেছে তবে আমাদের হারানো ছেলেরা ?

www.pathagar.com

তোমার মাস্তুলে

তোমার মাস্তুলে দেখো উড়ে ফের বসেছে সে চিল
যার ডাকে গিয়েছিলো দুঃসাহসী কাপ্তানের সব,
ফিরবে না জেনে তবু পান করে সীমাহীন নীল
জলের নিখিলে হলো নিরুদ্দেশ, নিহত নীরব।
তরঙ্গে এ কার টুপি, দেখো কার দাঁড়ের হাতল ?
এখনই এগোতে হবে যদি আরও চিহ্ন খোঁজো কিছু
হয়তো তুমিও পাবে সেই দ্বীপ; ঘূর্ণিতোলা জল
যে মাটির চারপাশে মৃত্যু হয়ে ধায় পিছু পিছু।
মুক্তোর রহস্য নয়। জানতে হবে মৃত্যু কেন আসে
কেন রত্ন ফেলে দিয়ে দুনিয়ার কয়েকটি পাগল
জল-তরঙ্গের থেকে নৈশব্দের নীলিমায় ভাসে
নির্বোধ দুনিয়া থাকে বহুদূর ঠেকিয়ে আগল।
ভাসাও এবার তবে সেই হিংস্র তরঙ্গের পাশে
যেখানে জীবন নয়, মরণের অন্য নাম, জল।

www.pathagar.com

তারার রাত

নগরে নীরব নিদ্রা
যখন যাদুর স্পর্শ
হানবে তোমার চক্ষে
তখন কীভাবে সইবে ?

যখন নেশার মদ্য
রক্তে রন্ধ্রে জ্বালবে
বাসনার নীল বহ্নি
কীভাবে করবে সহ্য ?

গাঢ় তৃষ্ণায় রাত্রি
তারার পেখম খুললে
ইচ্ছার কাল সর্প
কী মন্ত্রে আর ধরবে ?

জেনো একদিন ভাঙবে
দেহের সোনার পাত্র
কালের অমোঘ হস্ত
সমাধির তৃণ বুনবে।

www.pathagar.com

বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। দরোজায় টোকা দিই সাহসে কুলোচ্ছে না। কালসিটে কপাট। বটের শিকড় ঝুলে পড়েছে ছাদ থেকে। কার্নিশের পাথর ফাটিয়ে বাতাসে লাফিয়ে পড়েছে পরগাছা। লতাগুল্ম জালের মতো ঢাকা দিয়েছে সিঁড়ি। আমি কোথায় এসেছি তবে ? এ কার বাড়ি ? জিনের নিঃশ্বাসের মতো নিঃশব্দে বাতাস বইছে। আমার চুল এলোমেলো। পরের গাড়িতেই দেশে ফিরে যাবো, ভাবছি। কাঁপছি।

দুয়ার খুলে গোলো।

এক কিশোরী। ষোড়শী। হলদে কামিজের ওপর কালো দোপাট্টা পাচাপা সালোয়ার, ধোয়া কচু পাতার মতো রঙ।—আস্‌সালাম।—আপকা তারিফ ?
—মাহমুদ। দেহাত সে আয়া। মীর সাহাব মেরা মামু। বাচ্চা লোগোকো কিতাব পড়হানে....
—ও, আন্দর আইয়ে। ম্যায় হু রুদা। রুদাইনা! আপকি বহিন। ইধর তশরিফ রাক্‌খিয়ে ভেইয়া।

কদমবুসিতে নুয়ে পড়লো মেয়েটি। আমার বোন। মামাতো বোন। আমার মায়ের মতো গায়ের রঙ। পানকৌড়ির উড়ালের মতো চোখের ডানা। দীর্ঘ বেণী দাঁড়াশ সাপের মূছাহত সঙ্গম যেন। নেকাবের মতো কালো ওড়নায় বুক ঢেকে পালালো অন্দরে।

ফিরলো বাপ মাকে সঙ্গে নিয়ে। কুশল বিনিময়ের মধ্যে দেখি রুদার হাতে রুপোর গেলাস। রুহু আফজাল শরবতে, ছেঁচা আদার গন্ধ এসে লাগলো নাকে। ঠোঁট ভিজিয়ে পান করলাম। তস্‌নিমের তরল তৃপ্তি যেন সিনার রেকাবিতে উপচে জমা হলো।

কলবের কোটোরায় প্রথম নাম রুদা। রুদাইনা! হৃদয়ের কৃষ্ণবেণী ভগ্নী আমার। সন্ধ্যায় সুরা নাস আবৃত্তি করতে করতে রুদা আসতো পড়ার টেবিলে। শিখতো না কিছুই, শুধু হাসি ছাড়া। পিতৃভাষা শিখতে গিয়ে হাসতো—আমি বাংলা জবান জানি, আমি তোমাকে ভালোবাসি—আমি তোমাকে—বালিশে মুখ ঢেকে বিছানায় লুটিয়ে হাসতো।
একদিন এ খেলাও ফুরিয়ে গেল।

হার্টফেল হলো মামুর। তার আতরের দোকান থেকে ফিরেই উবুড় পড়লেন বিছানায়। চিকিৎসার আগেই স্পন্দনহীন পাথর। সংসার ভেঙে গেল। যেমন ভাঙে। ভাঙলো আমার

www.pathagar.com

আশ্রয়। লাভিকোটালের মামী পানির দামে আতরের দোকানগুলো বিকিয়ে দিলেন। বাড়িবিক্রির সময় রুদাকে চাইলাম। মামী হাসলেন, 'সবুর বেটা। আপনার মুলুকসে ওয়াপস আনে দো। রুদা তোম্‌হারাই হোগী।'

আমার সবুরের মেওয়া মাকাল হয়ে ঝুলছে সারা বাংলায়। দেখো, মানচিত্র ফেটে রক্ত বেরুলো ইতিহাসের। উলু মারার ভয়ে যে বালক ঘরে বাতি জ্বালাতো না সন্ধ্যায়, একাত্তুরে হালাকুর ঘোড়ার পিঠে চাবুক হেনেছে সে। তার জয়ধ্বনিতে এদেশের মাটি ফুঁড়ে আকাশে মাথা তুলেছে স্বাধীনতার মিনার।

www.pathagar.com

একদা ছিলাম বটে রাজপুত্র, শাক্যরাজকুলের সন্তান
আমার মাথায় ধরে শ্বেতচ্ছত্র পরাজিত ক্ষত্রিয়েরা কত
ভিড় ঠেলে এগোতো তোরণে। চরণ বন্দনা করে
পুষ্পার্ঘ্য দিতো যুবতীরা, গন্ধযুক্ত রক্তাভ চন্দনে
শরীর মর্দন করে গন্ধ জলে ধোয়াতো আমাকে।
চাপার সুরভি ভরা রেশমের বসনে তাঁতিরা
সোনার সূতোয় আঁকা নকশার ভেতরে গোপনে
রাখতো নাভির গন্ধ কস্তুরী-মৃগের।

মনে আছে ঘোড়াটিকে, বাতাসের মতো বেগবান
ডেকেছি কণ্টক বলে। তাম্রজালে ঢাকা কত রথে
আমাকে ভ্রমণে নিতে উৎসুক সারথি যুবারা
বলতো নমিত কণ্ঠে, ভাগ্যটিকা আমাকে করুক
শাক্যকুল ইন্দ্রের সারথি।

ছিলো নারী-প্রেয়সী, শ্রেয়সী, প্রিয়তমা,
গৌতমের সাথী, তাই ডাকা হতো গোপা নাম ধরে
আসলে সে যশোধারা—জম্বুদ্বীপে লাবণ্যের নদী।
একমাত্র পুত্র, সে-ও মুখখানি ভুলে গেছি কবে।

এখন বিদেহ রাজ্যে ক্ষীণস্রোতা মহীর কিনারে
নিঃসঙ্গ পেতেছি শয্যা, চোখ রেখে রাতের আকাশে
অকস্মাৎ মনে হলো এ পৃথিবী তাপদগ্ধ কটাহের মতো;
মনে হলো বৃষ্টি চাই, নতুন জন্মের জন্যে চাই জল
অনর্গল শব্দময় উচ্ছ্বসিত মেঘের গুঞ্জন।

দূরে গোপদের গ্রাম। প্রজ্জ্বলিত উনুনে এখন
চাষীদের অন্ন উথলায়। ঘরে ঘরে দুহিত গোধনে
পরিতৃপ্ত জনপদ। কিন্তু আমি জানি কর্মফলে
আবর্তিত হবে এরা। জলজ তৃণের মতো ফের
জন্ম নেবে ধরিত্রীর মূত্রভেজা যোনির দেয়ালে।

www.pathagar.com

এই গ্রামে আছে এক গোপালক, সদা হাস্য চাষী
ধনিয় কিষাণ বলে ডাকে লোকে, গোপী তার নারী
বহু পুত্রে ফলবতী মনোরমা, পরিতৃপ্ত মাতা।
গাভী ও বাছুর নিয়ে সুখী পুত্রগণ, জানে শুধু

বৃষ্টির বিলাপ মানে ধরণীর কামের ক্রন্দন।
তাই বীজ বুনে যায়, ডেকে আনে উদ্ভিদ, উদ্ভেদ
সুবজ চামড়া-অলা ঘায়ে ভরা উপমহাদেশে।

দিব্য চোখে চেয়ে থাকি, জন্মাবর্ত ঘোরে চক্রাকার
এক গর্ভ থেকে জল অন্য গর্ভে যেমন গড়ায়
তেমনি মাংসের দেনা শুষে নেয় সহ্যময়ী মাটি।
আমি শুধু চেয়ে থাকি, আর বলি, বৃষ্টি হোক তবে।

প্রতিটি কুটিরে আছে আচ্ছাদন, উনুনে আগুন
কিন্তু আমি অনর্গল, গৃহ নেই, বৃক্ষতলবাসী।
আমার পিপাসা নেই, বৃক্ষতলবাসী।
আমার পিপসা নেই—তৃষ্ণারজ্জু ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে
নিভিয়েছি মজ্জাগত আসক্তির অসহ অনল।

হে বায়ু, মরুতগণ, অতি ধীরে নামো পৃথিবীতে
নেমে এসো ধনিয় চাষীর খেতে মহীর কিনারে
মহামেঘে ডুবে যাক কামনার কল্লোলিত সীমা।
আমি শুধু চেয়ে থাকি নীলিমায় আসক্তিরহিত
নিরুত্তেজ, নেত্রভাসে পূর্ব কোনো জন্মের জলায়।

www.pathagar.com

ডানাঅলা মানুষ

জন্মেছিলাম এক দ্বীপদেশে। মনে হতো যেন
নগ্ন এশিয়ার লতাগুল্ম ঘেরা সপ্রতিভ নাভিতে
একটি সোনালি পাখি আমি। কিম্বা একটি
রুপোলি মাছ। যে স্বাদু জলে সাঁতার কাটতে কাটতে
এখন কানকোতে নুনের স্বাদ লাগাতে
লাফিয়ে পড়বে সমুদ্রে।

না, সবি ছিলো স্বপ্ন। আমি তো পৃথিবীর
দরিদ্রতম দেশের দরিত্রতম মানুষ। একজন
ডানাঅলা কবি? ডানা?
হাঁ, পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানচিত্রের প্রায় প্রত্যেকটি
প্রাণীরই যেমন অদৃশ্য ডানা থাকে, তেমনি। থাকে
স্বপ্নের অলীক পাখনা।
উপোসী পেটে পাথর বেঁধে তারা উড়াল মারে আকাশে
মেঘের গম্বুজে বসে ডাকে আল্লাকে। হু হু শব্দের
ঘূর্ণিঝড়ে, এমনকি ফেরেশতারাও মানুষের ভাষা
শিখতে চায়। তাদের পাখার আওয়াজে নড়ে ওঠে গাছপালা।

আমি হতে চেয়েছিলাম তেমনি একজন মানুষ, একজন কবি—
যার কাছে আকাশ থেকে নেমে আসবে পাখিরা
আদমের ভাষায় আল্লার নাম জপ করতে।
একদা এই ক্ষুধার্ত দেশের এক অদৃশ্য ডানার
হতভাগ্য প্রেসিডেন্টের সাথে আমার দেখা হয়ে
গিয়েছিল সমুদ্রে। গভীর রাতে। বঙ্গোপসাগরে
চলমান এক বিশাল জাহাজের মাস্তুলের কাছে।

আমি বললাম, মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আপনি
এখানে কী খুঁজছেন? আপনার ঘুম পায় না?
—আমি তেল খুঁজছি। দেখতে পাচ্ছো না?
তরঙ্গের নিচে আমাদের জন্য তেলের শিরা বইছে?
তুমি কতদূর দেখতে পাও, সামনে তাকাও

www.pathagar.com

যতদূর দেখা যায় সবটাই বাংলাদেশ।
আমি অভিভূত হয়ে বললাম, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,
মনে হয় আপনি আমার মতোই উড়তে পারেন। কিন্তু আপনার
ডানা কই ? ডানা দেখছি না কেন ?
—আছে। দেখো সমুদ্র তরঙ্গের মতো তা লাফিয়ে ওঠে,
আর আকাশের মতো নীল। ঘাতকের ভয়ে তা লুকিয়ে রাখি আড়ালে
কেউ দেখতে পায় না।

আবার তাকে দেখেছিলাম আরেক সমুদ্রে। জনসমুদ্রে।
মানুষের মিছিলের লবণাক্ত দরিয়া ছিলো সেটা।
তরঙ্গ উঠছিল মানুষের হাতের। একটা কামানধারী গাড়িতে
তার কফিন ফুলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল।
আমি তার ডানা দুটির কী হলো—
খোঁজ করতে করতে মধ্য সমুদ্রের মধ্যে নেমে গেলাম।
নামলাম, ঘাম আর চোখের জলের দরিয়ায়। কই সে ডানা
যা আকাশের মতো নীল আর ঢেউয়ের মতো
লাফিয়ে ওঠে বাতাসে ?

www.pathagar.com

তোমার শপথে

ডানা নেই, তবু মনে হতো যেন আছে
আছে অদৃশ্য পালকের সম্ভার,
আমার হৃদয়ে রক্তের খুব কাছে
তোমার অঙ্গীকার।

তোমার শপথে স্বপ্নের পাখ্‌নাতে
জ্বলে ওঠে নীল শীতল অগ্নিকণা,
অসহ্‌ আগুন দহনলীলায় মাতে
ভস্মের মাঝে বেড়ে ওঠে তারি ফণা।

তুমি কি মৃত্যু ? তুমি কি বিনাশ তবে
নাকি ভালোবাসা ? ওগো কবরের ফুল,
আজো যদি বলো কবিতারই জয় হবে।
মেলে দাও কালো চুল।

www.pathagar.com

বাতাসের ঋতু

এসেছে ঝড়ের মাস। নড়বড়ে খুঁটি ধরে
কী করে যে হাসো ? বিগত শীতের লতা
টিনের চালায় তোলে শব্দের নূপুর।
গুনার বাঁধন ছিঁড়ে দরমার বেয়াদপ ফালি
লাফিয়ে পড়তে চায় আমাদেরই জোড়াতালি
প্রেমের ওপর।
অথচ তোমার চুল
সাপের জিহ্বার মতো লাফাতে লাফাতে
কী করে যে হয়ে গেল বোশেখের অবিশ্বাসী ঝড়। আর
হাসির ছটাও গিয়ে মিশে যায়—
ঈশানের এলোমেলো বিজুলিলতায়।

সবি তবে উড়ে যাবে ? খড়বিচালির সাথে
অতীতের সব বিনিময় ?
উড়ে যাবে কালো এক কিশোরীর প্রথম ব্যথার সেই
জলভরা সুখ ?
উঁহু উঁহু শীৎকার ?—বুঝি সভ্যতাকে শুষে নেয়
মেঘনাপারের কোনো গ্রাম। যেনবা চরের মাটি
অকস্মাৎ গলে যায় মানুষের ঘর্মাক্ত বপনে।

হৃদয়ের গভীর গোপনে বুঝি কেউ
বাজায় হলুদ লাউ। শুধু তার আঙুলের টানে
গুমরে গুমরে ফেটে যায় বোশেখের ঘুর্ণিতোলা বেগ।

কী করে যে হাসো ?
তোমার হাসির ছটা মিশে যায়
ঈশানের বিজুলিলতায়।

www.pathagar.com

মৃগয়া

একটি হরিণ ডাক দিয়েছে মনের ভেতর
একটা চিতল বনের জন্তু
হরিণী তুই মুখ ঢেকে নে নীল অরণ্যে
নইলে যে তোর বুকের তন্তু
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে প্রেমের জন্যে।

একটি পুরুষ ডাক দিয়েছে এক নগরে
তৃষ্ণাকাতর শুকনো মাটি
বালিকা তুই গা ঢাকা দে শহর ছেড়ে
নইলেরে তোর সোনার বাটি
সেই ভিখিরি জবরদস্তি নেবে কেড়ে।

www.pathagar.com

নাত

কোনদিন আমি দেখবো কি কোনোকালে
সেই মুখ সেই আলোকোজ্জ্বল রূপ ?
এই দুনিয়ায় কিম্বা পেরিয়ে গিয়ে
মোহের পর্দা হায়াতের পর্দাকে,—
দেখবো নবীকে, আল্লার শেষ নবী
আছেন সেখানে, হ্রদটির কাছে তার
স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ অমৃত জলে
ছায়া পড়ে যেনো ধরে নাম, কাওসার।

মোহাম্মদ—এ নামেই বাতাস বয়,
মোহাম্মদ—এ শব্দে জুড়ায় দেহ,
মোহাম্মদ—এ প্রেমেই আল্লা খুশি
দোজখ বুঝিবা নিভে যায় এই নামে।

ঐ নামে কত নিপীড়িত তোলে মাথা
কত মাথা দেয় শহীদেরা নির্ভয়ে,
রক্তের সীমা, বর্ণের সীমা ভেঙে
মানুষেরা হয় সীমাহীন ইয়াসীন।

এই নামে ফোটে হৃদয়ে গোলাপ কলি
যেন অদৃশ্য গন্ধে মাতাল মন,
যেন ঘনঘোর আঁধারে আলোর কলি
অকূল পাথারে আল্লার আয়োজন।

www.pathagar.com

যে ভালোবাসে না গান

আমারও বাসনা জাগে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে দাঁড়াই।
পশুর পর্দায় ছাওয়া খঞ্জনিকে ফুটো করে দিয়ে
ধবল ডানার মতো কবিতার শব্দসিঁড়ি বেয়ে
উঠে যাই আকাশের মেঘের গম্বুজে।
বাদ্যহীন বাক্যবন্ধে নিবেদিত হোক আজ আমার প্রার্থনা।

না আমি ভালোবাসি না গান।

যদিও প্রবাদ শুনে মুহ্যমান হই
সঙ্গীতের শত্রুরাই শেষতক প্রাণীদের হন্তারক হয়।
জানি না অজান্তে কোনো পিঁপড়ের প্রাণ নিই কিনা
কিংবা নিত্য প্রশ্বাসের টানে কোনো সপ্রাণ জীবাণু
হয়ে যায় রক্তমাংসময় এই অস্তিত্বে বিলীন।
বইয়ের ফোকর থেকে অকস্মাৎ টিকটিকির ডিম ঝরে যাবে
এ ভয়েই সম্বৎসর তাক জুড়ে পড়ে থাকে ধূলোর চাদর।

আমি চাই যন্ত্রের আমূল উচ্ছেদ। বেহালার ছড়
মানুষের উদ্‌গত উচ্চারণে কতটুকু প্রলেপ বোলাবে ?
তারের গোঙানি সবি অর্থহীন ধাতুর বিলাপ ছাড়া
আর কিছু নয়।
আমি চাই শব্দের ভেতর শব্দ ধ্বনির ভেতরে আরো
উন্মীলিত ধ্বনির প্রোটন
যেন মানবিক আওয়াজের ঘূর্ণমান আণবিক ফুলের সৌরভ
বয়ে যায় সরোদের, এস্রাজের গায়ে পড়া সাহায্য ব্যতীত;

একমাত্র কবিতাই দিতে পারে মানুষের আত্মার আহার
সতেজ সবুজ খাদ্য, আর না চাইতেই ভরগ্লাস ডাবের সিরাপ।
আহত পশুর মতো সরোদের বিমর্ষ রোদন শুনে কাটেনি কি রাত ?
মেনুহিনের ভুরুর নিচে জমে থাকা ছড়ের ধূলোর মতো
শিরীষের ক্লেদ নিয়ে হয়েছে প্রভাত।
না ভালো লাগে না গান।

www.pathagar.com

জানি, সেতারের তার বেয়ে অপরাজিতার লতা কোনোদিন
আকাশ ছোঁবে না।
শুনেছি আকাশে নাকি মোরগের রূপ ধরে পূণ্য এক ফেরেস্তা থাকেন
ঊষার প্রারম্ভে তার বাক শুনে নড়ে ওঠে পৃথিবীর সমস্ত মোরগ।
ডেকে ওঠে কোকিলেরা, শালিক, তিতির
হু হু শব্দে ভরে তোলে এ গ্রহের প্রতিটি সকাল।
নিদ্রা নয়, নামাজই উত্তর—হাঁক দিয়ে উঠে পড়ে
ঢাকার মিনার থেকে পৃথিবীর সমস্ত মিনার—
যেন কল্‌বের ক্ষেপণাস্ত্রে ভরে নিয়ে পবিত্র বারুদ
তাক ঠিক করে শুধু নুয়ে আছে মহা নীল অনন্তের দিকে
আমার আত্মাকে আমি রুজু করি সেইমতো
পিয়ানোর প্যাদানো ছাড়াই।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর স্মৃতি

মওলানার টুপিওয়ালা উঁচু মাথাটি যেন
এক হারিয়ে যাওয়া পর্বতের স্মৃতি।
আমি এই পর্বতের পাশে মাঝে মধ্যে যেতাম
স্নিগ্ধ, যেন নিজের মধ্যে সমাহিত এক বাতাসের ফুঁৎকার।
বলতেন, কবিতা দিয়ে কি হবে? আগে চাই স্বাধীনতা
তারপর ভাতকাপড়।
স্বাধীনতা আর ভাত কাপড়ের পর আপনার আর কী চাই মওলানা?
নিরুত্তর মওলানা আমার বোনের রেঁধে দেওয়া গলদা চিংড়ির
মালাইকারীর পেয়ালা উবুড় করে ঢেলে নিতেন পাতে
প্রাচীন অজগরের মতো নিঃশব্দ আহার
আহারের পর দাঁত আর দাড়িতে খেলাল।

বলুন এখন, এ অবস্থার মানুষের আর কি চাই—
—না, এবার তুমি আমাকে যা খুশি শোনাতে পারো
এমনকি তোমার ডায়রিটা খুলে
আবোল-তাবোল যা খুশি।

আমার খাতাটি খোলার আগেই তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।
যেন রহস্যময় দূরাগত ভাঙনের শব্দ তার নাক দিয়ে
উপচে পড়ছে।
আর এক ঘুমন্ত পর্বতের পাশে
আমার পাণ্ডুলিপির সমস্ত শব্দমালা ফরফর করে
ফড়িংয়ের মতো ওড়াগুড়ি করলো।

www.pathagar.com

ফেরার গাড়ি

যার কারণে রেঁধেছো শিংমাছ
মাষের বড়ি, মাংসে তেতো শাক
বেনসনের প্যাকেট এক জোড়া
জোগাড় করা ঝক্কি দেড় মাইল
পোহালে, তার পাল্টে গেছে কবে
তারিখ, ফেরা হবে না কোনোদিন।

ফেরার গাড়ি ফিরেছে সন্ধ্যায়
হয়েছে ফাঁকা অপেক্ষার ঘর
ঝুড়ি ভর্তি গেছে ইলিশ মাছ
আখের গুড় জিনের খালি শিশি
ছড়িয়ে আছে সরিয়ে লোকজন।

কিন্তু যার উড়িয়ে নীল টাই
বইয়ের বোঝা বগলে চেপে ধরে
নামার কথা নামেনি সেই লোক।

সন্ধ্যা দেখে শহর জ্বলে ওঠে
ময়ূর হয়ে নাচে তারের বাতি
ভাবি তখন হয়তো বসে আছো
বোরখা তুলে দর্শনা জংশন।

www.pathagar.com

সুন্দরের নখ

হাত ছেড়ে দাও নারী। ছাড়ো,
উষ্ণ করতল জেনো পুরুষের বুকে থেকে যায়।
ট্রেনের হুইসেল পারে মুছে ফেলতে একটা স্টেশন
কিন্তু যা পারে না
তার নাম আমি আর কবিতায় উচ্চারণ করি না।

তোমার গণ্ডের পাশে অই নীল চিহ্নটিকে আমি সারারাত
এম্বস হরফে ছাপতে চৈনিক স্বর্ণরেণু জোগাড় করেও
এখন সকালবেলা
আঠালো কলঙ্ক চাই, চাই কালি, চাই তীব্র চাপ
তবেই না তরুণ কবির মতো দুলে উঠবে হৃদপিণ্ড আমার!

এমন নরম মুখে বলো কার মার খেয়েছিলে ?

জনক-জননী ? নাকি কোনো সহোদরা বোনের হিংস্রতা—
ওষ্ঠের দক্ষিণ পাশে সুন্দরের নখ বসিয়েছে ?
অথবা পুরুষ সেই
যার জন্য অন্তত দু'বার।
পৃথিবীকে দিয়েছিলে মানুষের বংশ উপহার!

www.pathagar.com

খোলস ছাড়ার আগে

মধ্য বয়সে এই ভরা দুর্দিনে
ডিসেম্বরের কুয়াশায় ঢাকা ঘর,
হঠাৎ কেন যে মনে হলো কারো নামে
হৃদয়ে উড়ছে স্মৃতির সোনালি খড়;
রক্তের ধুকপুকানিতে পথ চিনে
কার ঠোঁট লেখে ললাটে কি অক্ষর ?
অভ্যেসে হাত বাড়াতেই দেখি বামে
চিরচেনা এক নারীর নীলাম্বর।

একি সেই, যাকে ছুঁয়ে আছি শয্যায়
যার কণ্ঠের লকেটে আমার মুখ,
দুঃস্বপ্নের মাঝে যার আঙ্গুল
ছুঁতে চায় এই কালো পাষাণেরই বুক ?
রক্তের ঢেউয়ে মাংসে ও মজ্জায়
হুল ফুটিয়েছে অচেনা যে ভীমরুল,
বেদনায় নীল, পরাজয়ে লজ্জায়
শিথিল বালিশে লুটিয়েছে কালো চুল।

যার গুঞ্জনে ঘুমাইনি বহুকাল,
যার বিষহুলে প্রাণপাখি জর্জর,
যার খোঁজে কত ভেঙেছি ফুলের ডাল
বাগানে খুঁড়েছি কবরের কঙ্কর;
আজ মানি সেই বিষাক্ত গুঞ্জন
আমার হৃদয়রন্ধ্রেই বাস করে
চেতনাকে মথে মাখনের মন্থন
প্রেমকে ডোবায় ব্যর্থ কামের জ্বরে।

বিষ-পতঙ্গ হৃদয়ে ছেড়েছে ডিম
গুঞ্জনে তার মথিত রক্তকণা।
পর্দা দোলায় ডিসেম্বরের হিম
প্রকৃতির মুখে মৃত্যুর যন্ত্রণা।

www.pathagar.com

তুমি শুয়ে আছো অসুস্থ, সুন্দর,
যেন গরলের গুপ্ত স্রোতস্বিনী
ভাসিয়ে আমার শস্যের বন্দর
তরঙ্গে তুলো বিজয়ের কিঙ্কিনী।

ওগো মায়াবিনী, ঐ যে তোমার পাল
কালো ঈগলের প্রতীকে উঠলো দুলে,
যে মহাজীবন পাড়ি দিয়ে মহাকাল
এসেছে এ-ঘাটে অচেনা নদীর কূলে,
সমাপ্তির এই চরেই তো প্রিয়তমা,
আমার পূর্ব কবিদের ঘরদোর,
দ্যাখো চেয়ে দূরে রত্নের মতো জমা
ঝড়ের পরের পাখিদের হাড়গোড়।

এখানে নোঙর, এখানেই বিশ্রাম
কিংবা আবার এখান থেকেই শুরু
লুপ্ত বিশ্বে বিস্মৃত যার নাম
তাকেই কি ডাকে দূরাগত ডম্বুরু ?
এ কোন্ জগৎ যেখানে আমরা কেউ
ধরি না দেহের অবোধ উত্তেজনা,
তোমার চেতন-তড়িতের কাঁপা ঢেউ
আমার গরম বিদ্যুতে বিবসনা।

তবে তো দেহের বিচ্ছেদে ভালোবাসা
অজানা গ্রহের পুষ্পেও প্রজাপতি,
খোলস বদলে যাওয়াই কি ফিরে আসা ?
কিছুকাল শুধু নিঃশ্বাসে দ্রুতগতি।

www.pathagar.com

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য স্মরণে

ঠিক যেন মেধা নয় অন্যকিছু ডেকেছিল তারে
অকম্পিত পদক্ষেপে সারাদিন ছিল তার চলা,
বাতিল বিনাশে স্থির, জেহাদি অস্ত্রের এক ফলা
যেন তার ব্যবহার, যেন তার তৌহিদ প্রচার;
সেই সদা হাসিমুখে যখন ডাকতেন তিনি, 'ভাই',
মনে হতো আমাকে বেঁধেছে কারো অনিবার্য দড়ি,
শত কাজ ফেলে দিয়ে তার কাছে আরেকটু দাঁড়াই
তার হাতে হাত রেখে এদেশকে উন্মোচিত করি।
আমার হজের সঙ্গী, হে সৈনিক, ঘুমাও এবার
পাতকী এ পৃথিবীর ক্লেদ আর ছোঁবে না তোমাকে;
কয়েকটি হৃদয়ে শুধু গেঁথে থাকবে তোমার সঞ্চার
মনে হবে দূরে থেকে কি দুর্মর স্মৃতি কাকে ডাকে।
তবে কি যাওয়াটা শুধু কোনো নীল মায়াবী পর্দার
অতি মৃদু নড়ে ওঠা ? দীর্ঘশ্বাস পল্লবের ফাঁকে ?

www.pathagar.com

হত্যাকারীদের মানচিত্র

মৃত্যু নেমে এসেছে একটি উপত্যকায়। একদা যাদের
উদ্দাম জীবিকা আর স্বাধীনতার দুর্দম খ্যাতি
পৃথিবীকে মৌসুমি বাতাসের মতো বেষ্টন করতো।
যাদের আজানের শব্দ হিন্দুকুশের সর্বোচ্চ পাথরটিতেও
অবলীলায় আঙুল বুলিয়েছে। আর
মেঘের মধ্যে মিলিয়ে যেতে যেতে পাখিদের বুকেও
আনন্দের শিহরণ। শোনো,
আজ ধাবমান শাদা মেঘকেও কেউ বিশ্বাস করে না।

পার্বত্য ঝর্ণার ভাসমান লাশকে তুমি কি বিশ্বাস করাবে
মেঘ থেকে এখনও সত্যি বৃষ্টি নামে ? কিম্বা
বর্ষণে ধরিত্রী নমনীয় হন ?

একবার মধ্যরাতে এই ঢাকায় এক কাবুলী যুবক
আমাকে জাপটে ধরে কেঁদে ফেলেছিল—না, না
আফগানিস্তান আমার দেশ আমার
ভালোবাসা।...
শওকত, হে পাঠান যুবক। বলো
আফগানিস্তান আজ কার দেশ নয় ? আফগানিস্তান
সব স্বাধীন মানুষের অপহৃত মাতৃভূমি। শুধু
হত্যকারীদেরই কোনো মানচিত্র থাকে না, নেই।

www.pathagar.com

আবার

হাহাকার এলো ওই জয়নুলের ছবির মতন
অশুভ কাকের ঝাঁকে ভরে যায় শহরের গলি
আবার সকাল হবে ?
ভুলে যাব শাদা পদ্মকলি
তোমার নিষ্পাপ মুখ! উত্তেজিত দেহ, প্রাণ, মন
আবার নামবে পথে হাতে নিয়ে জয়ের নিশান
পৃথিবী এগিয়ে যাবে, দু'একটি মানুষের প্রাণ
হয়তো নীরব হবে, চিরকাল হয়েছে যেমন।

❑

www.pathagar.com

www.pathagar.com